যায়। পদ্মপুরাণে দেবহূতিকৃতস্তুতি অনুসারেও দেখা যায়—

প্রয়াণে চাপ্রয়াণে চ যন্নামস্মরণাৎ নৃণাম্।
সদ্যো নশ্যতি পাপৌঘো নমস্তস্মৈ চিদাত্মনে॥

আমি সেই চৈতন্যস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে নমস্কার করি—দেহান্তসময়ে অথবা জীবিতাবস্থায় যাঁহার নামস্মরণ প্রভাবে মানবমাত্রের নিখিল পাপরাশি সদ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চম স্কন্ধেও "জরামরণদশায়ামপি সকলকল্মষ-নিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি"—এই গদ্যস্থিত "অপি" শব্দের দ্বারা প্রথম নামগ্রহণ প্রভাবেই সর্ব্বপাপক্ষয়ের কথা পাওয়া যায়। তন্মধ্যেও পুনঃ পুনঃ শ্রীনামের আবৃত্তি দ্বারাই মরণ সময়ে রসনায় নামের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ৬।২ অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণকে বলিয়াছিলেন—"অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতিং যদসৌভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ"। হে যমদূতগণ! এই অজামিলকে তোমরা নিচের দিকে লইয়া যাইও না; ইনি নিখিল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। যদি তাহাই না হইবে, মরিতে মরিতে শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিয়াছেন কেন? অর্থাৎ প্রথমোচ্চারিত শ্রীনারায়ণনামপ্রভাবে ইহার নিখিল পাপ ধ্বংস না হইলে মরণসময়ে মুখে শ্রীনারায়ণ নাম উচ্চারণ হইতে পারে না। শ্লোকের "অশেষাঘ-নিষ্কৃতিং" পদে "অশেষ" শব্দে বাসনা পর্যন্ত, আর "অঘ" শব্দের উল্লেখ করাতে অপরাধ পর্য্যন্ত ক্ষয় হইয়াছে—এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

এইজাতীয় মরণে সকলেরই দৈন্যের উদয় থাকে এবং সেই দৈন্যের উদয়ই শ্রীভগবানের অতিশয় কৃপাপ্রাপ্তির দ্বার হইয়া থাকে—ইহাই বিশেষ দেখিতে এবং বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অনবরত শ্রীনামোচ্চারণপ্রভাবে নিখিল পাপ এবং অপরাধ ধ্বংসই হইলেই মরণসময়ে রসনায় শ্রীনাম উচ্চারিত হইয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গে হৃদয়ের দীনভাবও উদয় হয়। সেই দীনভাবটির তারতম্যতা অনুসারে শ্রীভগবৎকৃপারও তারতম্যতার প্রকাশ পাইয়া থাকে। ১৬২।

তদেবং অধিকারিবিশেষং প্রাপ্যৈব তত্তৎফলোদয়ো দৃষ্টঃ। যথৈব পূর্ব্বমুদাহৃতম্। যথা চ জাতরুচিং প্রাপ্য—তব বিক্রীড়িতং কৃষ্ণ নৃণাং পরমমঙ্গলম্। কর্ণপীযুষমাসাদ্য ত্যজন্ত্যন্যস্পৃহাং জনাঃ॥ ১৬৩॥

অতএবোক্তম্—ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং ন লোভো নাশুভামতিঃ। ভবন্তি কৃতপূণ্যানাং ভক্তানাং পুরুষোত্তম ইতি॥ ১১।৬ শ্রীমদুদ্ধবঃ॥ ১০৩॥

জাতপ্রেমাণং প্রাপ্য নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাংত্যক্তোদমপি বাধতে। পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥ ১৬৪॥ স্পষ্টম্॥ ১০॥ ১॥ শ্রীরাজা॥ ১৬৪॥